শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন (পাদটীকা)

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

# ১ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়

**১.৪ শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব**

- (১-১৩) - শৌনক মুনির আরও কিছু প্রশ্ন
  - (১-২) - কুলপতি শৌনক মুনি কর্তৃক সূত গোস্বামীর অভিনন্দন
  - ৩ - শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন (প্র - ১)
  - (৪-৮) - শুকদেব গোস্বামী সম্পর্কে প্রশ্ন এবং তাঁর গুণাবলী (প্র - ২)
  - (৯-১২) - পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্পর্কে প্রশ্ন (প্র -৩)
- (১৪-২৫) - ব্যাসদেব কর্তৃক বেদ বিভাজন
  - (১৪-১৮) - ব্যাসদেব কর্তৃক কলি যুগের ধর্ম-বিপর্যয় দর্শন
  - (১৯-২৩) বেদকে সরলীকৃত করা ও মানুষের মধ্যে বিস্তার করার উদ্দেশ্যে তিনি বেদকে চার ভাগ ভাগ করেন
  - (২৪-২৫) - স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধুদের জন্য মহভারত রচনা
- (২৬-৩১) - ব্যাসদেবের হৃদয়ের অপ্রসন্নতা ও গভীর বিচার
  - ২৬ - সকল মানব কল্যান কার্যাবলী সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট ব্যাসচিত্ত
  - ২৭ - ধর্মতত্ত্ববেত্তা অপ্রসন্ন চিত্ত ব্যাসদেবের গভীর বিচার
  - (২৮-৩১) - আমার কঠোর ব্রত, পূজা এবং রচনাবলী সত্ত্বেও হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভূত হচ্ছে - হয়ত বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা না করাই এর কারণ
- (৩২-৩৩) - ব্যাসদেবের নিকট নারদ মুনির আগমন

**অধ্যায় কথাসারঃ** এই চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা এবং যা ব্যতিরেকে শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতা, তা বর্ণিত হচ্ছেন। (সারার্থ দর্শিণী)

## (১-১৩) - শৌনক মুনির আরও কিছু প্রশ্ন

### ১.৪.১ – শৌনক মুনি কর্তৃক সূত গোস্বামীর অভিনন্দন

অভিনন্দন কারীর যোগ্যতা –

- ★ **বৃদ্ধ**-প্রবীণ
- ★ **কুলপতি**-সভার প্রধান
- ★ **বহ্বৃচ**-বিদ্বান

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ব্যক্তিগত উপলব্ধি"**

i. **গর্বশূন্যঃ** ব্যক্তিগত উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে, পূর্বতন আচার্যদের মর্যাদা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে গর্বোদ্ধতভাবে নিজের বিদ্যা জাহির করা।

ii. **শ্রদ্ধাবানঃ** বক্তাকে অবশ্যই পূর্ণভাবে পূর্বতন আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে।

iii. **তত্ত্বজ্ঞঃ** সেই বিষয়ে তাঁকে এত ভালভাবে অবগত হতে হবে, যাতে তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুসারে তা উপস্থাপন করতে পারেন।

iv. **মুল উদ্দেশ্যঃ** সেই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অব্যাহত থাকে।

v. **অসৎ অর্থ অনুচিতঃ** তার কোন রকম অসৎ অর্থ করা কখনই উচিত নয়।

vi. **সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে উপস্থাপনঃ** তথাপি শ্রোতাদের বোধগম্য করার জন্য তা সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। তাকেই বলা হয় উপলব্ধ জ্ঞান।

**ভাগবত পাঠের মানঃ**

- ★ শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই আদর্শবাদী।
- ★ যথার্থ উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত।
- ★ অন্যথায় অর্থহীন পরিশ্রম।

**তথ্যঃ (গৌড়ীয়-ভাষ্য)**

**কুলপতিঃ** যিনি দশসহস্র মুনিদেরকে অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করেন এবং তাদেরকে অধ্যাপনা করেন সেই বিপ্রর্ষিই কুলপতি।

### ১.৪.২ – শ্রীশুক-সংহিতা বর্ণনের অনুরোধ

হে পরম ভাগ্যবান, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ দয়া করে শ্রীশুকদেব কর্তৃক বর্ণিত সেই ভগবৎকথা আমাদের বলুন।

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভাগবত পাঠক"**

**২ প্রকার অযোগ্য ভাগবত পাঠকঃ**

- ★ জীবিকা-নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে / নয়ত তারা হচ্ছে তথাকথিত মায়াবাদী পণ্ডিত (ভাগবতের কদর্থ করে)।
- ★ সরাসরিভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রবেশ করে পরমেশ্বর ভগবানের গুহ্যতম লীলার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে।

**যোগ্য ভাগবত পাঠকঃ**

- ★ শুকদেব গোস্বামী প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করতে প্রস্তুত। এবং
- ★ যাঁরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে এবং তাঁর প্রতিনিধির শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে প্রস্তুত।

**সারার্থ দর্শিনীঃ** সূত, সূত – ইহা হর্ষে দ্বিরুক্তি।

### ১.৪.৩ – শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন (১ম প্রশ্ন)

- ★ **কোন্ সময়ে**?
- ★ **কোন্ স্থানে** তা প্রথম শুরু হয়েছিল?
- ★ **কেনই** বা তা গ্রহণ করা হয়েছিল?
- ★ **কোথা থেকে** ব্যাসদেব এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন?

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীল ব্যাসদেবের বিশেষ দান।

## (৪-৮) - শুকদেব গোস্বামী সম্পর্কে প্রশ্ন এবং তাঁর গুণাবলী (২য় প্রশ্ন)

### ১.৪.৪ – শুকদেব গোস্বামীর গুণাবলী

**শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পরমহংস শ্রীশুকদেব গোস্বামী"**

| গুণাবলী | শ্রীল প্রভুপাদ | ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর |
|---|---|---|
| মহাযোগী | মহান্ ভক্ত | তিনি হঠযোগী বা রাজযোগী না হয়ে ভক্তিযোগী হওয়ায় তিনিই মহাযোগী। |
| সমদৃঙ্ | সমদ্রষ্টা | মানব মাত্রের মধ্যে উচ্চাবচ ভাব দর্শন হীন (বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ...গীতা ৫.১৮) |
| নির্বিকল্পক | অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী | ★ তিনি সূতাদিকে শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য্যপদে বরণ করতে পরাঙ্মুখ নন বলে নির্বিকল্প। ★ জড় দেহে আত্মদৃষ্টিরহিত বলে পুরুষাভিমানে যোষিৎসঙ্গে উদাসীন। |
| একান্তমতি | একাগ্র-চিত্ত (চিত্ত সর্বদাই পরমার্থ সাধনে একাগ্র) | ভগবানে একান্ত ভজন নিষ্ঠা প্রবল বলে জড় ভোগবুদ্ধিরহিত পরমহংস। |
| উন্নিদ্র | যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার অতিক্রম করেছেন | নিদ্রা পরবশ না হয়ে কৃষ্ণসেবোন্মুখ |
| গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে | আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে একজন মূঢ় লোক বলে মনে হত | তিনি অব্যক্তলিঙ্গ বলে প্রত্যক্ষবাদীরা তাঁকে জ্ঞানহীন মনে করেন। |

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "বদ্ধ জীব ও মুক্ত জীবের পার্থক্য"**

| মুক্ত জীব | বদ্ধ জীব |
|---|---|
| সর্বদাই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রগতিশীল পথে যুক্ত থাকেন | বদ্ধ জীবেদের কাছে স্বপ্নের মতো অলীক বলে প্রতিভাত হয় |
| মুক্ত জীবদের কাছে বদ্ধ জীবনের কার্যকলাপ স্বপ্নের মত | বদ্ধ জীবেরা মুক্ত জীবদের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ কল্পনাও করতে পারে না |

| মুক্ত জীবেরা তখন পূর্ণরূপে জাগরিত | বদ্ধ জীবেরা যখন পারমার্থিক কার্যকলাপের স্বপ্ন দেখে |
|---|---|
| সর্বদাই পরমার্থ সাধনে তৎপর | চিত্তবৃত্তি সর্বদা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চিন্তায় মগ্ন |
| জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন | বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই জড় বিষয়ে আসক্ত |

এই পার্থক্য পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

✍ **সারার্থ দর্শিনী –**

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী (গীতাঃ ২.৬৯)

## 📖 ১.৪.৫ – নির্বিকল্পকত্ব বা ভেদজ্ঞানরাহিত্য প্রমাণ

**সারার্থ দর্শিনী –** পুত্র যুবক, নগ্ন, তাতে আবার দেহের সর্বস্থান স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে, এইরূপ আমার পুত্রকে দেখে যুবতী রমণীগণ লজ্জিতা হলেন না, কিন্তু বৃদ্ধ, বস্ত্র পরিহিত, যুবতীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপও করি নি, এমন আমাকে দেখে এই রমণীগণ লজ্জিত হলেন। অতএব সরল মনে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করি – এই ভেবে ব্যাসদেব তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা বললেন, - হে মহামুনে! এই জন স্ত্রী, এই জন পুরুষ – এইরূপ স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান আপনার আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের সেরূপ কোন ভেদজ্ঞান নেই।

কি করে জানলে?

তার উত্তরে বলছেন, আমরা যুবতি-জন কলাভিজ্ঞ, স্ত্রী-পুরুষের নয়ন দর্শনেই তাদের অন্তরের সকল তত্ত্ব জানতে সমর্থ।

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "স্ত্রী-পুরুষ ভেদ"**

✍ অন্তত তত্ত্বগতভাবে সচেতন হওয়া উচিত যে, জীব স্ত্রী অথবা পুরুষ কোনটিই নয়।

✍ **লোক-ব্যবহারঃ** শ্রীল ব্যাসদেবও চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি গৃহস্থ জীবন-যাপন করছিলেন, তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করেননি।

✍ **গৌড়ীয় ভাষ্যঃ** শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন –

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-।
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত জনস্য পশ্যেৎ॥" (উপদেশামৃত ৬ষ্ট শ্লোক)

## 📖 ১.৪.৬ – শুকদেব গোস্বামীর বাহ্যাবেশ

উন্মাদ, মূক এবং জড়ের মতো বিচরণ করেন -

প্রঃ হস্তিনাপুরবাসীরা ব্যাসদেব-তনয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কিভাবে চিনতে পারলেন?

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "সাধু কিভাবে চিনব"**

✍ **চোখ নয় কান দিয়েঃ** চোখ দিয়ে দেখে সাধুকে চেনা যায় না, তাঁকে চিনতে হয় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোন সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য। কেউ যদি সাধুর উপদেশ শুনতে প্রস্তুত না থাকে, তা হলে কেবল সাধুকে দর্শন করে কোনও লাভ হয় না।

✗   

✍ **শুকদেব গোস্বামীর সাধুত্বঃ** শুকদেব গোস্বামী ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনে সক্ষম সাধু। তিনি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কোন রকম প্রয়াস করেননি।* তাঁকে চেনা গিয়েছিল যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন করতে শুরু করেন। তিনি যাদুকরের ভেল্কিবাজি দেখাবার প্রচেষ্টা করেননি।

✍ **তথ্যঃ** ভা ১.১৯.২৫ দ্রষ্টব্য

★ কুরু – কুরুক্ষেত্র

## 📖 ১.৪.৭ – শুক-পরীক্ষিৎ সাক্ষাৎ

কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল, যার ফলে সমস্ত বেদের অপ্রাকৃত নির্যাস (শ্রীমদ্ভাগবত)তাঁর কাছে কীর্তিত হয়েছিল?

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "শ্রীমদ্ভাগবত – বেদের নির্যাস"**

✍ **তথ্যঃ শ্রীমদ্ভাগবত __________ নামেও কথিত হয়, -**

★ শুক সংহিতা
★ পারমহংসী সংহিতা
★ সাত্বত সংহিতা
★ সাত্বত শ্রুতি
★ বৈয়াসকী বা শুকগীতা
★ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য
★ ভাগবতোপনিষৎ (ঠিক যেমন গীতোপনিষৎ)।

## 📖 ১.৪.৮ – শুকদেব গোস্বামীর ছলভিক্ষা

তিনি (শুকদেব গোস্বামী) গোদোহনকাল পর্যন্ত গৃহমেধিদের দুয়ারে অবস্থান করতেন এবং তিনি তা করতেন কেবল তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য।

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "আদর্শ প্রচারক সন্ন্যাসী"**

✍ তিনি ভাগ্যবান গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। তা তিনি করতেন তাঁর পবিত্র উপস্থিতির দ্বারা তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য। তাই শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারক।

✍ **সন্ন্যাসীদের জন্য শিক্ষাঃ**

★ দিব্য জ্ঞান দান করা ছাড়া গৃহস্থদের গৃহে তাঁদের করণীয় আর কিছু নেই।
★ তাদের গৃহকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই কেবল গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।
★ কখনই গৃহস্থদের জাগতিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্য দর্শন করে মোহিত হওয়া উচিত নয়। এবং
★ এইভাবে বিষয়ীদের অনুগত হয়ে পড়া উচিত নয়।
★ যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে তা বিষপান করা অথবা আত্মহত্যা করার সমতুল্য।

---

* ভাঃ ২.২.৫ দ্রষ্টব্য

## সারার্থ দর্শিনী –

★ **ছলভিক্ষাঃ** তিনি গো-দোহন-মাত্র কাল ভিক্ষার ছলে গৃহস্থের গৃহ সমীপে অপেক্ষা করতেন। বস্তুত তাদের আশ্রমকে পবিত্র করবার জন্যই তাঁর অবস্থিতি।

**বিবৃতিঃ** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শুকদেবের ভিক্ষাকে ছলভিক্ষা বলেছেন। গৃহব্রতগণের অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করাবার জন্যই তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা।

**তথ্যঃ**

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ৮.৩৯)

**অনুতথ্যঃ**

★ মহদ্বিচলনং নৃণাং ... ভাঃ ১০.৮.৪ দ্রষ্টব্য।
★ জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদ্ ... ভাঃ ৩.৫.৩ দ্রষ্টব্য।
★ নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য...... (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১১.৮) দ্রষ্টব্য।

## (৯-১২) - পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্পর্কে প্রশ্ন (৩য় প্রশ্ন)

### ১.৪.৯ – মহান্ ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ

মহান্ ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজের অদ্ভুত জন্ম ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের বলুন।

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

পরীক্ষিৎ মহারাজের সব কিছুই ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত এবং তাঁর কার্যকলাপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার যোগ্য।

★ **জন্ম** – মাতৃগর্ভে কৃষ্ণ দর্শন
★ **কার্যকলাপ** – কলিকে দণ্ডদান
★ **মৃত্যু** – পূর্বেই দেহত্যাগের কথা জানতে পেরেছিলেন।

### ১.৪.১০ – তাঁর প্রায়োপবেশনের কারণ ?

তাঁর মহিমা –

★ মহান্ সম্রাট
★ রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি ছিলেন অধীশ্বর
★ পাণ্ডু-বংশের মান বর্ধন করেছিলেন।

প্রঃ তিনি কেন সব কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন ?

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

**আশ্চর্যজনক কথাঃ** তাঁর ঐশ্বর্য এবং তাঁর রাজ্য পরিচালনায় কোন রকম অবাঞ্ছিত কিছু ছিল না; তা হলে কেন তিনি সেই সুখের জীবন পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন ? তা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং তাই সকলেই সেই কারণ জানবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন।

### ১.৪.১১ – তাঁর শৌর্য ও ঐশ্বর্য ?

**তাঁর শৌর্য** – সমস্ত শত্রুরা তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন মহাবীর।

**তাঁর ঐশ্বর্য** – তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর।

প্রঃ তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন?

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- তাঁর জীবনে অবাঞ্ছিত কিছুই ছিল না। পুণ্যবান রাজা এবং তাঁর রাজ্য ছিল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ।
- তাই অসময়ে তাঁর রাজ্য এবং জীবন ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। ঋষিরা এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন।

### ১.৪.১২ – পরহিতৈষী নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্ত

যাঁরা ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ তাঁদের জীবন ধারণের উদ্দেশ্য কেবল–

★ **শিবায়** – অপরের মঙ্গল সাধন
★ **ভবায়** – অপরের প্রগতি সাধন (সংসার নিবৃত্তি)
★ **ভূতয়ে** – অপরের ঐশ্বর্য্য সাধন

প্রঃ তাই অনাসক্ত পরীক্ষিৎ কেন তাঁর দেহ ত্যাগ করলেন যা ছিল অন্যদের আশ্রয়স্বরূপ ?

**শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "আদর্শ রাজা মহারাজ পরীক্ষিৎ"**

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "আদর্শ রাজার সমৃদ্ধ রাজ্য"**

- ভগবদ্ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বগুণে গুণান্বিত। আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তার আদর্শ দৃষ্টান্ত।⌘
- **নিঃস্বার্থ** – স্বার্থ দুরকমের আত্মকেন্দ্রিক ও বিস্তৃত স্বার্থ। তাঁর কোনটাই ছিল না।●
- **উদ্দেশ্যের একত্বঃ** ভগবানের উদ্দেশ্য → জীবোদ্ধার।
  ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে রাজার এবং রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যও তাই ভগবানের সাথে এক হওয়া উচিত।

### ১.৪.১৩ – সূত গোস্বামীর ওপর ঋষিদের বিশ্বাস

বেদের কয়েকটি অংশ **(কর্মকাণ্ড প্রতিপাদক অপর শাস্ত্র)** ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে পারদর্শী, তাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষন করতে পারেন।

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** বেদ পুরাণের পার্থক্য = ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকাচার্যের পার্থক্য।

| **ব্রাহ্মণ** – বেদ নির্দেশিত সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও ছন্দোবদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী। | **পরিব্রাজকাচার্য** – সকলকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করা। অনেক সময় তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও ছন্দোবদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী নাও হতে পারেন। |
|---|---|

⌘ (ভাঃ ৫.১৮.১২)

● ভাঃ ১.২.৮ শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

★ কিন্তু কখনও ব্রাহ্মণদের ভগবদবাণী প্রচারকদের থেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন বলে মনে করা উচিত নয়।

★ এদের উদ্দেশ্য এক, কিন্তু ভিন্নভাবে তা সাধিত হচ্ছে।

✍ **শ্রীভাগবতের মর্যাদাঃ** বেদের সুপক্ক ফল।

★ প্রমাণ – শুকদেব গোস্বামীর মত আত্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষেরাও ভাগবত পাঠে মগ্ন ছিলেন। সূত গোস্বামী তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

| **বৈদিক মন্ত্র** – অভ্যাসের অপর নির্ভরশীল। | **তত্ত্বজ্ঞান** – উপলব্ধির বিষয়। এটি তোতাপাখির মত মন্ত্র উচ্চারণ থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। |
|---|---|

✍ **সারার্থ দর্শিনী –**

✍ বৈদিক স্বর ও ক্রিয়াকাণ্ডে আমরাই নিপুণ, যে বিষয়ে আমাদের ন্যূনতা সেই শ্রীকৃষ্ণ কথামৃতই তুমি আমাদের পান করাও এবং তুমি তাহাতেই অধিকারী।

✍ **তথ্যঃ** সূত গোস্বামীর যোগ্যতা – ভাঃ ১.১৮.১৮ দ্রষ্টব্য।

✍ **বিবৃতি** – সূত গোস্বামী অক্ষর তত্ত্ববিৎ। ক্ষর বস্তু প্রতিপাদনকল্পে যে কর্মকাণ্ডে বেদপ্রবৃত্তি, তা ভাগবতগণ কোন কালেই গ্রহণ করেন না। পরন্তু পরমার্থ-উপযোগী বৈদিক অনুষ্ঠান সমূহ বা শিষ্টাচার জগতে প্রবর্তন করেন।

✍ ভাগবতগণ কর্মকাণ্ডে আদর করেন না, নিম্নাধীকারীর জন্যই তাদৃশ কর্মকাণ্ড।

| প্রশ্নের বিষয় | উত্তর |
|---|---|
| ১ম প্রশ্ন – শ্রীমদ্ভাগবত – **কোন্ সময়ে**?<br>★ **কোন্ স্থানে** তা প্রথম শুরু হয়েছিল?<br>★ **কেন**ই বা তা গ্রহণ করা হয়েছিল?<br>★ **কোথা থেকে** ব্যাসদেব এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন? (১.৪.৩) | ১.৪.১৪ – ১.৭.১১ |
| ২য় প্রশ্ন – **শুকদেব গোস্বামী** – হস্তিনাপুরবাসীরা ব্যাসদেব-তনয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কিভাবে চিনতে পারলেন?<br>কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল? (১.৪.৬-৭) | ১.১৮ – ১.১৯ |
| ৩য় প্রশ্ন – **পরীক্ষিৎ মহারাজ** –<br>★ মহান্ ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজের অদ্ভুত জন্ম ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের বলুন।<br>★ তিনি কেন সব কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন?<br>★ তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন? | ১.৭.১২ – ১.১৯ |

❋ **এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরই ১ম স্কন্ধের অবশিষ্ট বিষয়বস্তু।**

## (১৪-২৫) - ব্যাসদেব কর্তৃক বেদ বিভাজন

**১ম উত্তরের পটভূমি রচনা**

### 🕮 ১.৪.১৪ – ব্যাসদেবের আবির্ভাব

★ সময় – ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের যুগ পর্যায়ে

★ পিতা-মাতা – পরাশর মুনি ও বসু-দুহিতা সত্যবতী

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীব্যাসদেবের জন্মতিথি"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

**কালচক্রঃ** ......

**যুগপর্যায়ঃ** বৈবস্বত মনুর রাজত্ব কালে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে ......(সেই বিশেষ চতুর্যুগে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়)।

★ প্রতিটি যুগ ৩টি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় সন্ধ্যা। ব্যাসদেবের আবির্ভাব সেই যুগের তৃতীয় সন্ধ্যায়।

✍ **সারার্থ দর্শিনীঃ** প্রতিটিযুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

★ সন্ধ্যারূপ – ১০% , যুগরূপ – ৮০%, সন্ধ্যাংশরূপ – ১০%।

✍ **তথ্যঃ**

✍ **বাসব্যাং** – উপরিচর বসুর কন্যা। তার বৃত্তান্ত মহাভারত আদি পর্ব ৬৩ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

✍ **হরেঃ কলয়া** – মহাভারত শান্তি পর্ব ৩৪৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

### 🕮 ১.৪.১৫ – ব্যাসদেবের ধ্যান

একদা সূর্যোদয়ের সময় সরস্বতী নদীতে প্রাতঃস্নান করে একাকী উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

**সরস্বতী নদী** – হিমালয়ের শিখরে বদরিকাশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে শম্যপ্রাস নামক স্থানে ব্যাসদেব অবস্থান করছিলেন।

## 📖 ১.৪.১৬-১৮ – দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে ব্যাসদেব কর্তৃক এই যুগের ধর্ম-বিপর্যয় দর্শন

- ★ **শক্তি-হ্রাসম্** - শক্তি হ্রাস,
- ★ **অশ্রদ্ধধানাম্** - শ্রদ্ধাহীন,
- ★ **দুর্মেধান্** - দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন,
- ★ **হ্রসিত আয়ুষঃ** - আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে,
- ★ **নিঃসত্ত্বান্** - সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে
- ★ **দুর্ভগান্** - ভাগ্যহীন

তাই তিনি সকল বর্ণ ও আশ্রমের মানুষের মঙ্গলসাধনের ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলেন।

### তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- ★ **জ্যোতিষী** – ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন
- ★ **জ্যোতির্বিদ** – সূর্যগ্রহণ/চন্দ্রগ্রহনের দিন-ক্ষন ঘোষনা করতে পারেন
- ★ **মুক্ত পুরুষ** – শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা মানব সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন
- এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তেরা সর্বদা মানুষের মঙ্গল সাধনে উদগ্রীব থাকতেন।
- এই যুগে জনসাধারন এবং তাদের তথাকথিত সমস্ত নেতৃবর্গ উভয়েই অত্যন্ত দুর্ভাগা।*
- **সব চাইতে বড় দাতাঃ** ব্যাস, নারদ, মদ্ধব, চৈতন্য, রূপ, সরস্বতী প্রমুখ ভাগবতগণের প্রতিনিধিরূপে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রদাতা।
- **উদ্দেশ্যে একত্বঃ** তাদের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের সকলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক, এবং তা হচ্ছে জীবোদ্ধার।

**(১৯-২৩) বেদকে সরলীকৃত করা ও মানুষের মধ্যে বিস্তার করার উদ্দেশ্যে তিনি বেদকে চার ভাগ ভাগ করেন**

## 📖 ১.৪.১৯ – বেদ বিভাজন

বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য – মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত এবং মানুষের মধ্যে বিস্তার করার জন্য এক বেদকে চার ভাগ করেন।

### ❈ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"চিন্ময় সাহিত্য রচনায় তাঁর উদ্যোগ"**

### তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- পূর্বে বেদ ছিল একটি এবং তার নাম ছিল যজুর্বেদ। পরে চার ভাগ করা হয়। ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব।
- শ্রীল ব্যাসদেব ও তাঁর শিষ্যরা সকলেই ছিলেন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁরা ছিল কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন।

## 📖 ১.৪.২০ – পঞ্চ বেদ

৪ বেদ – জ্ঞানের আদি উৎস
৫ম বেদ – ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য ঘটনা

## 📖 ১.৪.২১-২২ – চার বেদের চার অধ্যাপক

- **অনুতথ্যঃ** মানুষ যেভাবে রত্ন সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বর্গের রত্নকে বাছাই করে স্তুপীকৃত করে, ঠিক তেমনি শ্রীল ব্যাসদেব ঋগ্, অথর্ব, যজু এবং সাম বেদের মন্ত্র সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি চারটি স্বতন্ত্র বেদ রচনা করেছিলেন। (ভাঃ ১২.৬.৫০)

## 📖 ১.৪.২৩ – গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদ অনুশীলন

সেই সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন। এভাবে অনন্ত শাখায় বেদ-অনুশীলন শুরু হয়।

### ❈ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "বিভিন্ন মুনি-ঋষিকে বেদ অর্পণ"

### তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- বেদ – জ্ঞানের আদি উৎস (জাগতিক ও পারমার্থিক)
- তাই কেউই দাবি করতে পারেনা যে, বেদের আনুগত্য ছাড়াই সে স্বাধীনভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে।
- **তথ্যঃ** শ্রীভাগবত ১২.৬.৫৪-৬৬, ৭৩-৮০, ১২.৭.১-৭ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।
- **অনুতথ্যঃ** বেদের গুরু-শিষ্য পরম্পরার ব্যাপারে শ্রীভাগবত ১২.৬-৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

## 📖 ১.৪.২৪ – ব্যসদেবের কৃপা – বেদ সংকলন

এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

### তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **শাস্ত্র নির্দেশঃ** উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো বেদ পাঠ করা উচিত নয়।

* ভাঃ ৭.৫.৩১

- **সেই নির্দেশটির ভুল অর্থঃ**
  - ★ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ
  - ★ এই নির্দেশটি জন্মসূত্রে অ-ব্রাহ্মণদের প্রতি অবিচার
- বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে হবে। রজো বা তমোগুণে সম্ভব নয়।

## ১.৪.২৫ – ব্যসদেবের কৃপা – মহাভারত রচনা

স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক ১ – "অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বেদের সরলীকরণ"**
- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক ২ – "শ্রীব্যাসদেবের করুণা"**
- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক ৩ – "উচ্চকুলের অযোগ্য সন্তান"**

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- **দ্বিজবন্ধু** – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্ম নিয়েও গুণ অর্জন করতে পারেনি।
  - ★ গর্ভাধান সংস্কার বা পারমার্থিক পরিবার পরিকল্পনা ব্যতীত জন্ম হয়েছে।

- **মহাভারতের উদ্দেশ্য** – বেদের উদ্দেশ্য বুঝানো, তাই এতে বেদের সারস্বরূপ ভগবদ্গীতা গ্রথিত হয়েছে।
- **মহান বিজ্ঞানঃ**
  - ★ **ভগবদ্গীতা** – বেদের সারাতিসার, পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ।
  - ★ **পারমার্থিক স্নাতক** – বেদান্ত দর্শন
  - ★ **স্নাতকোত্তর** – ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা
  - ★ **আচার্য** – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। (তাঁর শক্তিতে অবিষ্টজন অন্যদের এতে দীক্ষিত করতে পারেন।

## (২৬-৩১) - ব্যাসদেবের হৃদয়ের অপ্রসন্নতা ও গভীর বিচার

## ১.৪.২৬ – সকল মানব কল্যান কার্যাবলী সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট ব্যাসচিত্ত

- **তথ্যঃ** ব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ পরবর্তী ১.৫.৮ শ্লোকে নারদের উক্তিতে দ্রষ্টব্য।

## ১.৪.২৭ – ধর্মতত্ত্ববেত্তা অপ্রসন্ন চিত্ত ব্যাসদেবের গভীর বিচার

**শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীব্যাসদেবের অসন্তোষ এবং তার কারণ"**

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** হৃদয় যতক্ষণ না প্রসন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা যায় না। হৃদয়ের এই প্রসন্নতা অনুসন্ধান করতে হয় জড়া প্রকৃতির উর্ধ্বে।

| ২৮-৩১ – আমার কঠোর ব্রত, পূজা এবং রচনাবলী সত্ত্বেও হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভূত হচ্ছে - হয়ত বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা না করাই এর কারণ |
|---|

## ১.৪.২৮-২৯ – ব্যাসদেবের প্রয়াস

- ★ কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি,
- ★ তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং
- ★ গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- কঠোর ব্রত অবলম্বন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করা ব্যতীত কেউই বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জ্ঞানাভেচ্ছু শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করতে হয়।
- এই যুগে মূল বেদের থেকেও মহাভারতের উপযোগিতা অধিক।

## ১.৪.৩০ – অসন্তুষ্টি

যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি।

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র কলুষমুক্তি নয়।[*]
  - ★ যতক্ষণ পর্যন্ত না তা লাভ হচ্ছে, জীব সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।
- শ্রীল ব্যাসদেব যেন সেই সূত্র বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাই অসন্তোষ অনুভব করছেন।

## ১.৪.৩১ – সম্ভাব্য কারণ

আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- **ভগবানের সেবায় যুক্ত জীবের স্বাভাবিক অনুভূতি** – জীব যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবারূপী তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং ভগবানেরও প্রীতিসাধন করতে পারে না।
- **বিবৃতিঃ** দ্রষ্টব্য

[*] গীতা ১৫.১৫ দ্রষ্টব্য

## (৩২-৩৩) - ব্যাসদেবের নিকট নারদ মুনির আগমন

### ১.৪.৩২ – নারদ মুনির আগমন

- পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে, ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

**তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- **মূল কারণঃ** ব্যাসদেব যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, কেন না তাঁর কোন রচনায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। সেই অনুপ্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে ব্যাসদেবের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন।
- ভক্তি ব্যাতীত কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি শূন্য
- কিন্তু কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ছাড়াও ভক্তি পূর্ণ।

**সারার্থ দর্শিনীঃ**

- **গুহ্য কারণঃ** এখানে ব্যাসদেব ভগবানের অবতার, তাই তাঁর এই অসর্বজ্ঞতা ও চিত্তের অপ্রসন্নতা অসম্ভব হলেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকই স্ব-সদৃশ সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাদুর্ভাবের জন্যই বলপূর্বক তাঁর অসর্বজ্ঞতা ও চিত্তের অপ্রসন্নতা উৎপন্ন করেছেন।
- ঠিক যেরূপ ব্রহ্ম বিমোহন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা সৌন্দর্য্যের প্রকাশনের জন্য শ্রী বলদেবের অসর্বজ্ঞতা কল্পিত হয়েছে।

### ১.৪.৩৩ – ব্যাসদেবের নারদ মুনিকে অভ্যর্থনা

- শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

- এই পরম্পরার ধারায় অন্য সমস্ত আচার্যদেরও আদি গুরুর মতোই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।